তারিখ 17 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

যুগান্তর

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজে

তদবিরে ভর্তি ১৯৮১ জন

মুসতাক আহমদ

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজে এ বছর তদবিরে ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ৯৮১ জন ছাত্রছাত্রী। এটা মেধা কোটায় ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ৪৩ শতাংশের সমান। প্রতিষ্ঠানটিতে এবার মেধা কোটায় ভর্তি করা হয়েছে ৪ হাজার ৬০৪ জন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) এক তদন্ত প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। তবে এ ভর্তি বৈধ না অবৈধ, সে ব্যাপারে প্রতিবেদনে কিছু বলা হয়নি। বরং প্রতিবেদনে তদবিরে ভর্তির পক্ষে সাফাই গাওয়া হয়েছে। তদবিরে ভর্তি করা এসব আসনের তথ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ আগেভাগে প্রকাশ করেনি। যদিও সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী বিষয়টি কর্তৃপক্ষের আগেভাগে প্রকাশ করার কথা।

নীতিমালা না মেনে শিক্ষার্থী প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ড. শাহানআরা বেগম যুগান্তরকে বলেন, 'নানা চাপ ও তদবিরের কারণে এসব শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। এ ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে গভর্নিং বডি। আমার এখানে কোনো হাত নেই। আমি বাধা দিলে আমাকে চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হতো। তবে আমি চাকরি ছাড়লেও যদি এ ভর্তি বন্ধ হতো, প্রয়োজনে তা-ই করতাম। কিন্তু তা হতো না।' তিনি আরও বলেন, 'এ ভর্তির বিষয়ে আমাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব ডেকেছিলেন। সেখানেও এ কথা বলে এসেছি।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমিও তা শুনেছি। বিনিময় না হলে এত ভর্তি করা হবে কেন?' সরকারি ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী, বেসরকারি স্কুলগুলো বার্ষিক পরীক্ষার

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

তদবিরে ভর্তি ১৯৮১ জন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পরপরই বিভিন্ন শ্রেণীর শূন্য আসনের চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করবে এবং নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক ভর্তি কমিটি বরাবর পাঠাবে। ঢাকা মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাউশি মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্যের ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি রয়েছে। জানা গেছে, এ কমিটির কাছে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ভর্তির কোনো তথ্য পাঠায়নি।

তদন্ত প্রতিবেদনে নীতিমালাবহির্ভূত এ ভর্তির পক্ষে দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দফতর, সংসদ সদস্যসহ বিভিন্ন মহলের তদবির ও চাপ এবং ২০১৫ সালের পে-স্কেলে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়ার লক্ষ্যে এ বাড়তি শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। বিভিন্ন মহলের মধ্যে আছেন স্কুলের সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, অধিদফতর, বোর্ডসহ বিভিন্ন দফতরের সরকারি-বেসরকারি উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তি, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ইত্যাদি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এ প্রতিষ্ঠানে প্রথমসহ বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে গত নভেম্বরে ফরম বিতরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে সরকারি ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী লটারির মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীতে এবং অন্যান্য শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এর আগে নীতিমালা অনুযায়ী শূন্য আসন ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদনে চিহ্নিত ১ হাজার ৯৮১ জন শিক্ষার্থী ঘোষিত আসন সংখ্যার বাইরে। গত নভেম্বরে ভর্তির জন্য প্রথমে ৪ হাজার ৭৮০টি আসন শূন্য ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু মেধা কোটায় এর চেয়েও ১৭৬ জন কম বা ৪ হাজার ৬০৪ জন ভর্তি করা হয়। আর এ বছর মোট ভর্তি করা হয়েছিল ৬ হাজার ৫৮৫ জন। অর্থাৎ, ঘোষণার বাইরে বাকি ১ হাজার ৯৮১ জন ভর্তি করা হয়।

আইডিয়াল স্কুলের অভিভাবক এবং অভিভাবক ঐক্য ফোরামের চেয়ারম্যান জিয়াউল কবীর দুলু যুগান্তরকে বলেন, গত বছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভর্তি কার্যক্রম চলে। ওই সময়ে শূন্য আসন ঘোষণা করার পরপরই স্কুল সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেননা আমরা দেখেছিলাম, স্কুলে যে পরিমাণ অবকাঠামো আছে, সে সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়নি। পরে ফেব্রুয়ারি-মার্চে দেখলাম, স্কুলের অফিসের পরিবর্তে গভর্নিং বডির কয়েকজন সদস্যের বাসা-অফিসে গিয়ে ভর্তিচ্ছুদের অভিভাবকরা ভর্তি ফরম সংগ্রহ করছেন। এ প্রক্রিয়ায় ভর্তি নিয়ে নানা ধরনের অভিযোগ উঠেছিল।

এ তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন মাউশির উপপরিচালক ওসমান ভূঁইয়া এবং মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন। প্রতিবেদন সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে ওসমান ভূঁইয়া বলেন, 'আমি প্রভাবিত হয়ে প্রতিবেদন তৈরি করিনি। আমি সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে নীতিমালার বাইরে ওই প্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ৯৮১ জন শিক্ষার্থী ভর্তির তথ্য বের করেছি। এটা সহজ কাজ নয়।' অপর সদস্য তাজিবউদ্দিন বলেন, 'তদন্তকালে স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তির পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দিয়েছে। এর মধ্যে তদবিরসহ বিভিন্ন দিক রয়েছে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'নতুন ভবন তৈরির কাজ শেষ হওয়ায় নতুন ভর্তি সম্ভবের কথা তারা বলেছে। কিন্তু এ ভবন যে রেডি হবে, তা তারা আগে থেকে অবশ্যই জানত। সুতরাং ভর্তি নিয়ে প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। যে কেউই বলবে, ওটা খোঁড়া যুক্তি। আমি দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে একমত নই। এ কারণে প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করিনি।'

৬ পৃষ্ঠার মূল প্রতিবেদনে ১৮ পৃষ্ঠার সংযুক্তি আছে। এতে বলা হয়, স্কুলে মোট ৫৩১ জন শিক্ষক এবং ১২১ জন কর্মচারী আছেন। তাদের মধ্যে ৭৭ জন শিক্ষকসহ ৮৯ জন সরকারি বেতন (এমপিও) পান। এ স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রী ২০ হাজার ২৩৯ জন। অতিরিক্ত ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল ক্যাম্পাসে বাংলা মাধ্যমে ৪৩৯ জন, ইংলিশ ভার্সনে ২২৭ জন, বনশ্রী শাখায় (বাংলা) ৫৬৩ জন, একই শাখায় ইংলিশ ভার্সনে ২৫৭ জন ও মুগদা শাখায় ৪৯৫ জন রয়েছে।